ইত্তেফাক

243

তারিখ 27/8/78
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

পরীক্ষায় অনুগ্রহ নম্বর প্রদান প্রসংগে

ঢাকা বোর্ডের ১৯৭৮ সালের এস, এস, সি পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে দেখা যায় যে, অনুগ্রহ নম্বর দেওয়ার দরুন পাসের হার ৫৭%তে দাঁড়াইয়াছে। অনুগ্রহ নম্বর দেওয়ার সিদ্ধান্ত খুবই প্রশংসনীয়। কেননা, একজন ছাত্রকে সামান্য নম্বরের জন্য ফেল না করাইয়া তাহাকে যে কোন দুই বিষয়ে ৩০ পর্যন্ত অনুগ্রহ নম্বর দিয়া এস, এস, সি পরীক্ষায় পাস ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি অধিকতর উৎসাহিত করা ও সুযোগ দানের উদ্দেশ্যই অনুগ্রহ নম্বর দেওয়ার বিধান করিয়াছেন বলিয়া মনে করি।

এই অনুগ্রহ নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে বোর্ড যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা মেধাবী ছাত্রের শিক্ষা জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়াছে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭ সালে কোন ছাত্র ৩/৪ বিষয়ে লেটার পাইয়া ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ নম্বর এগ্রিগেটে পাওয়া সত্তেও কোন এক বিষয়ে সামান্য অনুগ্রহ নম্বরের প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে সরাসরি তৃতীয় বিভাগ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বোর্ড পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রতি এক নম্বর অনুগ্রহ নম্বরের জন্য ৫ নম্বর পেনালটি হিসাবে কাটিয়া কিছুসংখ্যক ছাত্রের বিভাগের কিছুটা উন্নতি বোর্ড কর্তৃপক্ষ করিয়াছিলেন। ১৯৭৮ সালে এই পেনালটির পরিমাণ ৫ হইতে বাড়াইয়া ৭-এ উন্নীত করিয়াছেন। যাহার ফলে এক-জন মেধাবী ছাত্র এগ্রিগেটে ৬৬৫ নম্বর পাইয়া কোন এক বিষয়ে ১০ নম্বর অনুগ্রহ নম্বরের জন্য ৭০ নম্বর পেনালটি কাটিয়া অর্থাৎ ৬৬৫-৭০=৫৯৫ নম্বর দিয়া তাহাকে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হই-য়াছে। অপরদিকে অন্য এক-জনে ৫১৫ পাইয়াছে অথচ তাহারও কোন এক বিষয়ে ১০ অনুগ্রহ নম্বর দেওয়ায় অনুরূপ-ভাবে ৭০ নম্বর পেনালটি কাটিয়া অর্থাৎ ৫১৫-৭০=৪৪৫ নম্বর দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ করান হইয়াছে। ঐ সকল ছাত্রের প্রতি বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ ধরনের অনুগ্রহ নম্বর দিয়া উপহাস না করিয়া সরাসরি ফেল ঘোষণা করাই উচিত ছিল। একদিকে অনুগ্রহ নম্বর অন্যদিকে তাহার নম্বর কাটা এ নীতির কোনই যৌক্তিকতা নাই। দেখা যায় বোর্ডের প্রদত্ত অনুগ্রহ নম্বরে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ-দের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে-যাহাদের ভবিষৎ শিক্ষা ও চাকুরীর দ্বার প্রায় রুদ্ধ। প্রয়োজনবোধে এগ্রিগেট নম্বর বাড়াইয়া হইলেও তৃতীয় বিভাগ একেবারেই বিলুপ্ত করা উচিত।

প্রসংগতঃ আরও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, দুই বিষয়ে ফেল করার জন্য ৩০ অনুগ্রহ নম্বর পর্যন্ত দিয়া হইলেও তৃতীয় বিভাগে পাস করান হইয়াছে অথচ একজন মেধাবী ছাত্রের কোন এক বিষয়ে ১০ অনুগ্রহ নম্বরের জন্য ৭০ নম্বর পেনালটি কঠিন হৃদয়ে কাটিয়া বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাহার শিক্ষার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়াছেন।

অতএব, ১৯৭৮ সালের পরীক্ষার্থীদিগের প্রদত্ত অনুগ্রহ নম্বরের বিনিময়ে পেনালটি নম্বর না কাটিয়া স্ব-অর্জিত এগ্রিগেট নম্বর অনুযায়ী তাহার বিভাগ সহানুভূতির সাথে বিবেচনার পর পুনঃঘোষণা করিলে বহু-সংখ্যক মেধাবী ছাত্রের শিক্ষা-জীবন রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে জাতির উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে পরিচিত হইবার সুযোগ দেওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

—এ, কে, এম, মকবুলুর রহমান, সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিষদ আইডিয়াল হাইস্কুল, মতিঝিল, ঢাকা।